MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

Affilated to - Vidyasagar University

MUGBERIA:: BHUPATINAGAR:: PURBA MEDINIPUR

SUBMITTED BY :

NAME : ASMITA MAITY

CLASS ROLL : 216

REGISTRATION NO.VU221290050

CLASS :- B.A. (H) 1ST YEAR

2ND SEMESTER

SUBJECT - Enviromental Studies

SESSION- 2022-2023

Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

Bhupatinagar :: Purba Medinipur
West Bengal :: India
Email: mugberia_college@rediffmail.com

NCTE Recognized & NAAC Accredited with CGPA 2.71 Institution

http://www.mugberiagangadharmahavidyalaya.org

Certificate of Completion

This is to certify that Mr./Miss. ....Asmita Maity........

Roll ...1112129... *Number* ...220149... *a PG / UG student of*

SEM ...2nd..., *Department of* ...English... *has*

successfully completed a dissertation / project entitled ......

......Study of Common Birds......

......

for the paper ...E.N.V.S.... *in the year* ...2022-2023

for HOD.
30/11/23

Signature of HOD

Signature of Principal

Date :

প্রকল্পের বিষয়সূচি :

(1) প্রচ্ছদ (Cover Page)

(2) কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

(3) ঘোষণাপত্র (Declaration)

(4) পথপ্রদর্শক -এর শংসাপত্র (Certificate of Guide/Supervisor)

(5) সূচিপত্র (Contents)

(6) ভূমিকা (Introduction)

(7) সমস্যা (Problems)

(8) উদ্দেশ্য (Objectives)

(9) নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান (Location of Study Area)

(10) তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি (Methods of Data Collection)

(11) ফলাফল (Results)

(12) আলোচনা (Discussion)

(13) পরামর্শ (Suggestion)

(14) কাজের সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)

(15) তথ্যসূত্র (References)

-ঃ প্রচ্ছদ ঃ-

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম : Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

প্রকল্পের নাম : Study of Common Birds.

A Project Work
Towards the Partial Fulfilment of
requirements for the award
of the degree of UG.

Environmental Studies

B.A - Year - 20

Submitted by - Asmita Maity

Roll:- 1112129 NO:- 220149

Reg No. :- VU2212900050

-: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

আমি আমাদের Environmental Studies বিভাগের সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের কাছে বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ। এইরকম একটি সুন্দর বিষয় নির্বাচন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁর সবরকম সহযোগিতার জন্য। এছাড়া আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার সহপাঠীদের কাছে নানা ধরনের সাহায্যের জন্য।

-ঃ ঘোষণা পত্র ঃ-

আমি Asmita Maity ঘোষণা করছি যে, 'Study of Pond ecosystem' Project-টি আমি নিজে করেছি, আমি নিজে পুকুর থেকে পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহ করেছি।

আমি অন্য কারোর প্রকল্প থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করিনি।

তারিখ-26/7/2023

স্বাক্ষর

Asmita Maity

-: পথপ্রদর্শক-এর শংসাপত্র :-

This is to certify that Miss Asmita Maity student of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya Collage has successfully completed the project work titled "Study of Pond ecosystem".

This project work is the record of authentic work carried out by her.

She has worked under my guidance.

13/09/23

Date : 26/7/2023

Signature of project guide :

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

① ভূমিকা →

② সমস্যা →

③ উদ্দেশ্য →

④ নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান →

⑤ তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি →

⑥ ফলাফল →

⑦ আলোচনা →

⑧ পরামর্শ →

⑨ কাজের সীমাবদ্ধতা →

⑩ তথ্যসূত্র →

স্থানীয় পক্ষী বিষয়ক সমীক্ষা

Study of Common Birds

ভূমিকা [Introduction] :

পাখি Aves শ্রেণিভুক্ত, উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট, দেহ পালক দ্বারা আবৃত মেরুদন্ডী প্রাণী. ওদের অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে, ওদের দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণ, শ্রবণ শক্তি উন্নত এবং দেহে চঞ্চু বর্তমান, দেহে ফাঁপা হাড় এবং বায়ুথলি থাকায় ওদের দেহে হালকা হয়, তাই ওরা সহজেই আকাশে উড়তে পারে. প্রায় 15 কোটি বছর আগে জুরাসিক সময়ে পাখিদের উৎপত্তি. Archaeopteryx Lithographica নামের জীবাশ্ম থেকে আধুনিক প্রাণীর উৎপত্তি. কিছু পাখি আছে যারা দৌড়াতে পারে কিন্তু উড়তে পারে না, আবার কিছু পাখি উড়তে পারে। পাখির রং এবং বাহার যেমন দৃষ্টি নন্দন তেমন কিছু পাখি সুন্দর গান করতে পারে, কিছু পাখি ফুলের পরাগমিলনে সাহায্য করে, আবার কিছু পাখি নোংরা পচা গলিত পদার্থ খেয়ে আমাদের পরিবেশকে দূষনের হাত থেকে রক্ষা করে, আবার কিছু পাখি ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে. খাদ্য হিসেবে ওদের চাহিদা অপরিসীম. পোষা পাখি হিসেবে টিয়া, ময়না, তোতা, চন্দনা বহু প্রজাতির গানের পাখি আর বাহারি পাখির বেশ কদর রয়েছে. পাখির বিষ্ঠা থেকে উৎপন্ন গুয়ানো সার হিসেবে উৎকৃষ্ট। 17 শতকে থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে 120 থেকে 130 টি পাখি প্রজাতি দুনিয়া থেকে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে.

সমস্যা [Problems] :

পাখির প্রচুর উপকারী দিক থাকলেও পাখির সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, কারন চোরা শিকারি পাখিদের ধরে বিক্রি করে দিচ্ছে, কিছু মানুষ পাখিদের মেরে মাংস হিসেবে ভক্ষণ করে, আবার Pesticides (কীটনাশক) ব্যবহার করার ফলে পাখিদের সংখ্যা ও ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, বনজঙ্গল ধ্বংস করার ফলে পাখিদের খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা ঘটেছে, এর ফলে পাখিদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, ফসল ও খাদ্যশস্যের ফলনের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক এর প্রভাবে বিষক্রিয়ায় মারা যাচ্ছে অনেক পাখি, গবাদী-পশুদের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় Diclofenac (এই ওষুধ ব্যথা দূর করতে আমরা ও খাই) ওষুধটিকে প্রয়োগ করার ফলই হল শকুনের অস্তিত্ব সংকটের মূল কারন, মৃতপশুদের দেহ খেতে গিয়ে তাদের শরীরে প্রবেশ করছে খাদ্যের মধ্যে মিশ্রিত থাকা Diclofenac আর তা তাদের শরীরের নানান জৈবনিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করছে বাধা (Kidney failure) এবং পরিনামে অকালমৃত্যু। পাখির প্রধান বাসস্থান হলো বনজঙ্গল, ঝোপঝাড়ি, বর্তমানে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মানুষ পৌঁছাতে পারে না, তাই পাখিদের বাসস্থান হারাচ্ছে। পোকামাকড়-এর সংখ্যা ও কমে যাচ্ছে, গাছকাটার ফলে পাখি আবাসস্থল হারাচ্ছে।

উদ্দেশ্য [Objectives] :

(1) পাখির আধুনিক শ্রেনিবিন্যাস লিপিবদ্ধ করো।

(2) স্থানীয় পাখিদের তালিকা তৈরি করা ও তাহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

(3) স্থানীয় মানুষজনকে পাখিদের উপকারী দিক সম্বন্ধে সচেতন করা।

(4) পাখি সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক গুলি নির্ণয় করা এবং তা যথাযথ ভাবে ওইস্থানে প্রয়োগ করা।

(5) পাখিগুলিকে সযত্নসহ করে তাদের নিয়মিত পরিচর্চা করা।

(6) পাখিগুলির সময়মত প্রজনন করিয়ে ওষুধের দ্বারা তাদের বংশবিস্তার করা ও তাদের ভালো করে দেখভাল করা।

সার্ভে এলাকার পরিচিতি [Location of Study Site] :

(1) নির্দিষ্ট এলাকার আয়তন :

(2) নির্দিষ্ট এলাকার লোকজনের সংখ্যা :

(3) ওই এলাকায় অবস্থিত বনজঙ্গল এবং জলাভূমির অবস্থান :

(4) কলেজ থেকে ওই এলাকার দূরত্ব :

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি [Methods of Data Collection] :

① **প্রাইমারি তথ্যসংগ্রহ :-**

শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে তারিখে সময়ে ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলে যাই, বাইনোকুলার -এর সাহায্যে বিভিন্ন পাখিকে লক্ষ করি এবং তাদের বিভিন্ন আচরণ খাতায় লিখে রাখি, ক্যামেরার সাহায্যে কিছু পাখির ছবি তুলি।

② **সেকেন্ডারি তথ্যসংগ্রহ :-**

বিভিন্ন বই ও পত্রিকা থেকে ওই লিপিবদ্ধ পাখিদের বৈশিষ্ট্য, আচরণ, বৈজ্ঞানিক নাম সংগ্রহ করেছি।

ফলাফল [Results] :

প্রাণীজগতে অবস্থান [Systematic Position]

পর্ব (Phylum) — Chordata.

উপপর্ব (Subphylum) – Vertebrata

অধিশ্রেণি (Superclass) – Gnathostomata.

শ্রেণি (Class) — Aves

উপশ্রেণি (Subclass) – Neornithes

অধিবর্গ (Superorder) – Neognathae

বিভিন্ন পাখি সম্বন্ধে কিছু তথ্য :

(1) টুনটুনি :

(i) বৈজ্ঞানিক নাম : *Orthotomus sutorius*

(ii) আকার : ছোটো পাখি

(iii) বাসস্থান : ওরা সাধারণত ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ অথবা ঝোপ ঝাড়ে মাটি থেকে 6-10 cm উচ্চতায় বাসা বাঁধে।

(iv) খাদ্য : ওরা অপকারী কীটপতঙ্গ খায়।

(v) দেহের গঠন : বুক ও পেট সাদাটে, ডানার উপরি ভাগ জলপাই লালচে, লেজ খাড়া তাতে কালচে দাগ আছে। এখন এই অঞ্চলে আর খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না।

② বাবুই পাখি :

(i) বৈজ্ঞানিক নাম : Ploceus benghalensis.

(ii) আকার : ছোটো

(iii) বাসস্থান : ওরা তাল গাছে সুন্দর বাসা তৈরি করে বাস করে। তাই ওদের তাঁতি পাখি বলে। বাসা দেখতে উলটানো কলসির মতো। বাসার নীচের দিকে প্রবেশপথ থাকে।

(iv) খাদ্য : বিভিন্ন ধরনের বীজ, মধু পোকা।

(v) প্রজনন : গ্রীষ্মকাল ওদের প্রজনন ঋতু। ওদের ও এখন দেখতে পাওয়া যায় না।

③ চড়ুই পাখি :

(i) বৈজ্ঞানিক নাম : Passer domesticus.

(ii) আকার : ছোটো

(iii) বাসস্থান : বাড়ির ঘুলঘুলি, ঘরের চালের নীচে।

(iv) খাদ্য : ধান।

(v) বৈশিষ্ট্য : দেহ বাদামি পালক দিয়ে ঢাকা, ডানা ও পুচ্ছ পালক ঘন বাদামি, চঞ্চু বাদামি বর্ণের। এদের এখন খুব কম দেখা যায়।

(4) দোয়েল পাখি :

(i) বৈজ্ঞানিক নাম : Copsychus saularis

(ii) আকার : মাঝারি আকারের, এরা বাংলাদেশের জাতীয় পাখি।

(iii) বাসস্থান : এরা সাধারণত বন, চাষ আবাদকৃত জমির আশে পাশে ও জনবসতিতে মানুষের কাছাকাছি এদের দেখতে পাওয়া যায়।

(iv) বৈশিষ্ট্য : দোয়েল 15-20 cm। এদের লম্বা ল্যাজ আছে যা অধিকাংশ সময় খাড়া করে রাখে। পুরুষ দোয়েলের শরীরের উপরিভাগ ও গলার নীচে কালো রং, পেট সাদা, ডানার দু-পাশে সাদা রঙের প্যাচ। স্ত্রী দোয়েলের

উপরিভাগ ও গলার নীচে ছাই রঙা হয়,

(v) প্রজনন কাল : জানুয়ারি থেকে জুলাই, প্রজননের সময় পুরুষ দোয়েলের রং উজ্জ্বল হয়,

(vi) খাদ্য : বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ।

(vii) স্বভাব : ওরা নানা রকম সুরে ডাকাডাকি করে; ওদের ও আর বেশি দেখা যায় না,

(৬) বুলবুলি পাখি :-

(i) বৈজ্ঞানিক নাম : Pycnonotus bengalensis.

(ii) আকার : ছোটো পাখি

(iii) দৈর্ঘ্য : প্রায় 20 cm.

(iv) বৈশিষ্ট্য : মাথায় কালো ঝুঁটি থাকে, মাথা কালো বা কালচে বাদামি, লেজের গোড়ার দিক সাদা, অবসারনী ঢাকনা কোটকে লাল, ঠোঁট কালচে-নীল, চোখ কালচে বাদামি, পা ও পায়ের পাতা সামান্য বাদামি কালো

(v) আচরন : প্রচন্ড লড়াকু পাখি

(vi) বাসস্থান : পাতা ঝরা বন, বনের প্রান্ত, ঝোপঝাড়।
(vii) খাদ্য : পোকামাকড়, ফুলের পাঁপড়ি, মধু ও ফল।
(viii) প্রজনন : এপ্রিল থেকে আগস্ট।

⑥ দেশি বক :

(i) বৈজ্ঞানিক নাম : Mesophoyx intermedia.
(ii) প্রজনন ঋতু : জানুয়ারি থেকে আগস্ট।
(iii) খাদ্য : মাছ, জলজ পোকামাকড়, চিংড়ি ও ব্যাং।
(iv) বাসস্থান : গাছের ডালে বাসা বাঁধে।

(v) বৈশিষ্ট্য : চোখ সবসময়ই কালো, বৃত্ত হলুদ। পা ও পায়ের পাতা অনুজ্জ্বল হলদে সবুজ। ডানা হালকা বাদামি, থুতনি ও গলা সাদা ও সাদা বুকে লম্বালম্বি বাদামি দাগ থাকে। দেহতলের বাকি সাদা অংশে। এদের এখন কম দেখা যায়।

প্রশস্ত পাতার বন, আর্দ্র পাতাঝরা বন, খোলাবন, পাহাড়ি বন, চা বাগান, বসতবাড়ির বাগান, আবাদি জমি, পুরান বাড়িতে বসবাস ও বিচরন করে

(vi) স্বভাব : সবুজ টিয়া সচরাচর ছোট দলে থাকে, তবে জোড়ায় ও দেখা যায়। অনেক টিয়া একসঙ্গে মিলে রাত কাটায়। সচরাচর পুনঃ পুনঃ উচ্চ স্বরে ডাকে।

(vii) দেহের গঠন : সামান্য কিছু পালক ছাড়া পুরো দেহই সবুজ। ঠোঁট লাল, নিচের দিকে বড়শির মতো বাঁকানো। চোখ হলদে সাদা।

কিছু পাখির সাধারন নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম ঃ

	সাধারন নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
1.	কাঠঠোকরা	Dinopium javanense
2.	কাক	Corvus splendens
3.	ডাহুক	Amaurornis phoenicurus
4.	শালিক	Acridotheres tristis
5.	সাতভায়া	Turdoides striatus
6.	ফিঙে	Dicrurus macrocerus
7.	ঘুঘু	Spilopelia chinensis
8.	মাছরাঙা	Halcyon smyrnensis
9.	পায়রা	Columba livia
10.	বাঁশপাতি	Merops orientalis

উক্ত পাখিগুলোর মধ্যে কিছু প্রায় সবসময় দেখা যায়, আবার কিছু সংখ্যক পাখি কম দেখা যায়।

শালিক

ফিঙে

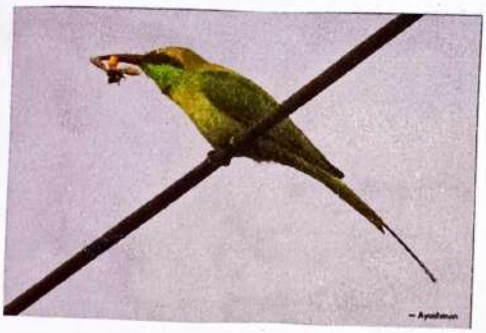

বাঁশপাতি

ডাহুক

পরিবেশের চারপাশের কিছু সাধারণ পাখি.

আলোচনা [Discussion] :

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 750 টির বেশি পাখি প্রজাতি আছে, এই পাখিকুলের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রাণী যারা আকাশে উড়তে পারে। কিন্তু এদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, এই প্রকল্পে প্রায় 16 টি প্রজাতির পাখির নাম উল্লেখ করেছি, কিন্তু স্থানীয় মানুষজনের মতে পাখি খুব উপকারী প্রাণী হলে ও এদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে কারণ, এদের বাসস্থানের ধ্বংস, অতিরিক্ত পেস্টিসাইড প্রয়োগ যা পাখিদের কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তাই আমরা যদি সচেতন না হই, পাখিদের সংরক্ষণ না করি তবে আমাদের পরিবেশ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

তাই আমাদের পাখিদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মশালা করতে হবে যাতে মানুষ পাখিদের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পাখিদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

তথ্যসূত্র [References] :

① পরিবেশ শিক্ষা — উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

② পরিবেশ বিদ্যা — ড. ঘোষ

③ পরিবেশ বিদ্যা — ড. পাল

④ পরিবেশ প্রসঙ্গ — এম. টি. দাস ও এস. সি. সাঁতরা।

⑤ পরিবেশ শিক্ষা প্রোজেক্ট রিপোর্ট — ড. ঘোষ।

⑥ পরিবেশ সমীক্ষা — কুন্তল লাহিড়ী দত্ত ও বাসুদেব দে।

⑦ বাংলার পাখি — জগদানন্দ রায়।